

সুইসাইড বোম্বার এবং বাংলাদেশ

জিয়াউদ্দিন সাহেবের চিরকুট (shodalap.com) অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়ি। চিরকুট-৪৮ পড়লাম। প্যালেস্টাইনী/ইরাকী সুইসাইড বোম্বারদের আত্মহনন বুঝার জন্য কারো লিখা বই পড়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না। সামান্য কমনসেন্সই যথেষ্ট। যেখানে জীবনের একদমই নিরাপত্তা নেই, যেখানে এফ-১৬ এর মতো বিমানগুলো উড়ে এসে মুহুমুহু আকাশ থেকে বোমা মেরে শত শত নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে, সেখানে কে কিভাবে হত্যা করেছে সে প্রশ্ন একদমই অবাস্তব। মূল উদ্দেশ্যটা যদি হয় মানুষ হত্যা, সেখানে এফ-১৬ বিমান আর একজন সুইসাইড বোম্বারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এফ-১৬ বিমানের পাইলট কি একজন সুইসাইড বোম্বার হয়ে বোমা ফেলতে আসেনা? তার ফিরে যাওয়ার কি কোন গ্যারান্টি আছে? নিশ্চয় নেই, যার প্রমাণ উপসাগরীয় যুদ্ধে দেখা গেছে। এফ-১৬ এর পাইলট এবং একজন সুইসাইড বোম্বারের উদ্দেশ্য একই, মানুষ হত্যা করা, শুধু স্ট্রাটেজি আলাদা। তামিল টাইগার বা কাশ্মিরীদের ইসুও সম্পূর্ণ আলাদা।

জিয়াউদ্দিন সাহেবের লেখা এবং তার দেওয়া রেফারেন্স থেকে সুইসাইড বোম্বারদের আত্মহত্যা দেওয়ার যে কারণগুলো বেরিয়ে এসেছে তার ধারে কাছেও কিন্তু বাংলাদেশী সুইসাইড বোম্বাররা পরছে না! এরকম একটা পরিস্কার ব্যাপার ওনার রেডারকে ফাঁকি দিয়ে সাঁই করে কিভাবে চলে গেল তা কিন্তু বুঝা গেলনা! ওনি বাংলাদেশী সুইসাইড বোম্বারদের নিয়ে লিখতে বসে চলে গেলেন অতীতে বা হাজার হাজার মাইল দূরে কোথাও। বাংলাদেশী সুইসাইড বোম্বাররা ঠিক কাজ করেছে কি না সেটাও পরিস্কার করে বললেন না। শুধু প্রশ্ন ছুঁড়লেন, “কোরানের কোথাও কি সুইসাইড করে মানুষ হত্যার কথা বলা আছে?” এর সহজ-সরল উত্তর হচ্ছে, না নেই। কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানেন যে নামাজ-রোজা থেকে শুরু করে আরো যে সকল ধর্মীয় রিচুয়াল মুসলিম সমাজে অত্যন্ত বিশ্বাস সহকারে ফরজ, সুন্নত, নফল, মুসতাহাব, ইত্যাদি ক্যাটেগরিতে ফেলে তন্ন তন্ন করে পালন করা হয় তার কিন্তু অতি সামান্য ইঙ্গিতই কোরানে দেওয়া আছে (হঁ্যা, অতি নগন্য। আপনি নামাজ দিয়েই সেটা যাচায় করতে পারেন)। ঠিক যেমন সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া আছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে। এই ইঙ্গিতটুকুই কি করো কারো জন্য যথেষ্ট নয়? চ্যালেঞ্জের সুরে আপনার প্রশ্নটি দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোরান সম্বন্ধে অবগত। কিন্তু কতটুকু অবগত!

“মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী” ... কথাটা কি মাটি ফেটে বের হয়েছে? না, মাটি ফেটে বের হয়নি, আকাশ ফেটেই বের হয়েছে! নীচের ভাসিটি দেখুনঃ

4.74: Let those fight in the cause of Allah Who sell the life of this world for the hereafter. To him who fighteth in the cause of Allah,- **whether he is slain or gets victory** - Soon shall We give him a reward of great (value).

ইঙ্গিত নয়, মোটামুটি সরাসরিই বলা আছে।

আরো দুটি ভাঙ্গ দেখুনঃ

8.39: And fight them on until there is no more tumult or oppression, and there prevail justice and faith in Allah altogether and everywhere; but if they cease, verily Allah doth see all that they do.

9.14: Fight them, and Allah will punish them by your hands (আল্লাহর মনে হচ্ছে হাত নেই!), cover them with shame, help you (to victory) over them, heal the breasts of Believers.

এরকম আরো ভাঙ্গ আছে। তারপর হাদিস? আপনি কি জানেন যে আল্লাহর রাস্তায় যারা জীবন উৎসর্গ করে তাদের উপর কি পরিমাণ হাদিস আছে। তাদের জন্য কোন্ কোন্ বেহেশতে কি কি অপেক্ষা করছে! হাসবেন না, প্লিজ। হাদিসের উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। তবে একটি মাত্র সহি হাদিস দেখুনঃ

Sahi Bukhari: Vol. 4, No. 72: The Prophet said, "Nobody who enters Paradise likes to go back to the world even if he got everything on the earth, except a Mujahid who wishes to return to the world so that he may be martyred ten times because of the dignity he receives (from Allah)." Narrated Al-Mughira bin Shu'ba: Our Prophet told us about the message of our Lord that "Whoever amongst us is killed will go to Paradise." Umar asked the Prophet, "Is it not true that our men who are killed will go to Paradise and their's (i.e. those of the Pagan's) will go to the (Hell) fire?" The Prophet said, "Yes."

আমি আগেই বলেছি আপনার কারণগুলোর মধ্যে বাংলাদেশী সুইসাইড বোম্বাররা পরছে না। আবার আপনি বলছেন কোরানের কোথাও সুইসাইড বোম্বিং এর কথা লিখা নেই। তাহলে আপনিই বলুন এরা কেন আত্মহত্যা দিয়ে অন্য মানুষদের হত্যা করছে। এরা কি চায়। একদম পরিস্কার করে বলবেন প্লিজ।

আমার অনুভূতিটা এরকম। 'ব্রেনওয়াশ' এবং 'বায়াস্‌ডনেস' ই মূলতঃ দায়ী। তবে শব্দ দুটোর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। যেমন, বায়াস্‌ডনেস বলতে বুঝাচ্ছি যে, কেহ কেহ আবিদ এবং জিয়াউদ্দিন সাহেবদের লেখা পড়ে আবিষ্ট হয়ে গাঁড়া থেকে মডারেট হতে পারে এবং সেই সাথে জামাতের কার্যকলাপকেও অপছন্দ করতে পারে। অথবা, জামিলুল বাসারের লেখা পড়ে কেহ কেহ কোরান-অনলি-মুসলিম হতে পারে। কেহ কেহ আবার আবুল কাশেম, অভিজিৎ রায়, সেতারা হাশেম, মোহাম্মদ আসগর, আলমগির হোসেন প্রমুখ দের লেখা পড়ে নাস্তিক বা এ্যাগনস্টিক হয়ে যেতে পারে। আবার উপরের সবাই অন্য কারো কারো লেখা পড়ে আবিষ্ট হয়ে এ পর্যায়ে আসতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে আমি দোষের কিছুই দেখি না। কারণ তারা কিছুটা প্রভাবক হিসাবে কাজ করলেও কারো ব্রেন ওয়াশ করছে না। তাছারা জোর জবরদস্তির ও কোন স্থান নেই এখানে। এই উন্মুক্ত ইন্টারনেটের যুগে সবাই সবার লিখা পড়ছে এবং তাদের নিজস্ব কমনসেন্স, বিচারবুদ্ধি দিয়ে কোন একদিকে ইনক্লায়েন্ড হচ্ছে। সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু সুইসাইড বোম্বাররা একটি গোপ্তির দ্বারা পুরোপুরি ব্রেনওয়াশড। ঐ গোপ্তির সার্কলের বাহিরে তাদেরকে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না। আমি একদমই মনে করিনা যে, সুইসাইড বোম্বাররা কোরান-হাদিস বুঝে পড়ে সুইসাইড বোম্বার হচ্ছে। এদের মধ্যে শতভাগই মাদরাসা অথবা বাহিরের অশিক্ষিত/অর্ধশিক্ষিত ছেলেপেলে। এরা যেটুকু ইসলামিক শিক্ষা পায় তার সবটুকুই আরবী/উর্দুতে। ইংলিশ কোরান পড়বে, প্রশ্নই ওঠেনা। আর বাংলা কোরানও অতটা এ্যাভেইলেবল না বা তারা বাংলা কোরান অর্থ সহকারে পড়ে বলে মনে হয় না। আমি কিছু মাদরাসা পড়ুয়া ছেলেদের জানি। আপনারাও নিশ্চয় জানেন। এরা কিছু সুরা মুখস্ত এবং প্রচলিত কিছু হাদিস ছাড়া আর তেমন কিছু জানে না। ফলে কোরান-হাদিসে যতকিছুই লিখা থাক না কেন তার সন্ধান কিন্তু এই ছেলেগুলো পাচ্ছে না। তাহলে এদের মধ্যে এই জোস আসছে কোথা থেকে?

- ১। মাদরাসার কিছু উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক।
- ২। শায়খ আবদুর রহমান, বাংলা ভাই, এবং অ্যালাইক।
- ৩। ডঃ গালিব এবং অ্যালাইক।
- ৪। উপরের সোর্সগুলোর সাথে যুক্ত রাজনৈতিক দল।
- ৫। বাংলা চটি বই পুস্তক এবং ভিডিও ক্যাসেট যেগুলো উপরের সোর্স থেকে আগত।

কেহ কেহ যেমন আবিদ এবং জিয়াউদ্দিন সাহেবদের লেখা পড়ে আবিষ্ট হয়ে গাঁড়া থেকে মডারেট হতে পারে ঠিক তেমনি মাদরাসার ছেলেগুলো উপরের পাঁচটি সোর্সের সান্নিধ্যে থেকে ব্রেনওয়াশড হয়ে সুইসাইড বোম্বার হতে পারে। আরো সঠিক ভাবে বললে বলা যায় উপরের সোর্সগুলো মাদরাসা এবং বাহিরের কিছু ছেলেদের কৌশলে ব্রেনওয়াশ করে একদম সুইসাইড বোম্বার বানিয়ে ছেঁরে দিচ্ছে। এ পথ থেকে ফেরা প্রায় অসম্ভব! আর এর সব কিছুই ইসলাম ধর্মের নামেই হচ্ছে।

এখন কোরান-হাদিসে যদি এর কোন রকম প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ভাবে ইঙ্গিত দেওয়া থাকে সেটা মেনে নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী সমাধান বের করতে হবে। পক্ষান্তরে কোরান-হাদিসে যদি কোন রকম ইঙ্গিত দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে কোরান-হাদিসের উপর এর দায় ভার চাপিয়ে দেওয়াও অত্যন্ত অন্যায্য হবে। কতটুকু ইঙ্গিত আছে বা নেই সেটা কোরান-হাদিসই তার প্রমাণ দেবে।

১৪০০ বছর আগে মানুষ যখন পায়ে হেঁটে অথবা উটের পিঠে চড়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত করত, কম্পিউটার/ই-মেইল/ইন্টারনেট/ফোন/ফ্যাক্স ইত্যাদির নামই শোনেনি, অ্যামেরিকা/ক্যানাডা/বৃটেন/অস্ট্রেলিয়া/জাপান ইত্যাদি দেশগুলোরও নাম শোনেনি; সেই সময়ের কালচার, আইন-কানুন, ইত্যাদি ১৪০০ বছর পরে এসে কিভাবে অক্ষরে অক্ষরে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রযোজ্য হতে পারে? তবে কিছু কিছু তো প্রযোজ্য হতেই পারে, আফটার অল, তারাও মানুষ ছিল আমরাও মানুষ। এই অতি সাধারণ কমনসেন্স মানুষের মধ্যে নেই কেন?! এ কোন ধরনের ব্রেন ওয়াশ!

এ সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের আলেম সমাজ এবং মডারেট মুসলিমদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে যদি তারা দেশের ভালো চায়। আবুল কাশেম, ফতেমোল্লা, আসগর, জামিলুল বাসার রা কিছু বললে অনেকেই হয়ত নাক সিটকানি দিয়ে বলবে “ও ওরা তো!” ঠিক আছে, আলেম সমাজ এবং মডারেট মুসলিমরা তো সবার

কাছেই গ্রহনযোগ্য ফলে তারাই এগিয়ে আসুক না। নাকি তারা এটাকে কোন সমস্যা মনে করছে না!

আপনি হয়তো বলতে পারেন, “আরে ভাই, আমার কিছু বলা না বলার সাথে কি কিছু যায় আসে?” কথাটা ঠিক। কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে না ... ছোট বালুকার কণা বিন্দু বিন্দু জল ... আপনি, আমি, সে বলতে বলতেই একদিন কিছু একটা হয়ে যেতে পারে, কি বলেন।

“আউট অব কন্ট্রোল” বলে একটা কথা কোরান-হাদিসের ক্ষেত্রে প্রায়ই শোনা যায়। একথা যদি সত্য হয় তাহলে কোন্ কোন্ ভাঙ্গ এবং হাদিস “আউট অব কন্ট্রোল” ক্যাটেগরির মধ্যে পড়বে তার একটা ক্লিয়ার লিস্ট তৈরী করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রচার করার মতো মুসলিম স্কলারদের কি গাট/সততা আছে??? এটা করতে পারলেও অন্ততঃ কোরান-হাদিসের দিকে মানুষ আঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারতো না, যেটা অনেকের জন্যই মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দ্বারাচ্ছে!

কি বলেন কাউয়ান সাহেব, জিয়াউদ্দিন সাহেব, বা যে কেহ।

ধন্যবাদ

রায়হান।